Exposing 'Dispatches'

The East London Mosque has condemned Andrew Gilligan's distorted and utterly misleading portrayal of the East London Mosque in Dispatches on Channel 4. Through factual errors, innuendo and an extraordinarily disingenuous selection of commentators, the programme leaves viewers with an entirely false impression of the Mosque; it was an insult to the Muslim community.

Has ELM-LMC received £10 million of public funding?

No! About 80% of the £10.5m of the construction costs of the LMC was financed by the Muslim community. Most of the services provided from the ELM-LMC are funded by local donations and income generated from the assets of East London Mosque Trust. All our finances are audited annually and submitted to the Charity Commission. It should be noted that Muslims are also UK taxpayers, and Muslim organisations also have the right to receive taxpayers' money to provide essential community based services like other voluntary sector organisations.

The public funding for the LMC, back in 2003–4, was through the previous Tower Hamlets Council leadership. Back then, the LMC received about £2.4 million of public funding (£0.7 million through Tower Hamlets Council); all of the services and outputs linked to the funding for the LMC were met or exceeded. Conversely, our new expansion project, Phase 2 has received not a penny through Tower Hamlets Council. The claim that more than £10million of public money had been given to the Mosque and associated organisations is complete nonsense, one of many claims for which the programme could show not a shred of evidence. In a strong rebuke to the programme, Tower Hamlets Council issued a statement confirming: ***"We have not given the East London Mosque £10 million of funding, and we will refute any unfounded allegations against council officers unreservedly."***

The programme alleged that ELM and IFE have received almost a third of million pounds in Preventing Violent Extremism (PVE) funding. PVE funding is a matter of public record; ELM received only £16,510 in PVE funding. We were also a partner to Tower Hamlets Interfaith Forum in a £25,000 PVE project. IFE has told us categorically that they didn't apply for or receive any PVE funding.

Is ELM linked to the Islamic Forum of Europe?

Yes, of course – this is well known in the community, not least because IFE's head office is in the London Muslim Centre (LMC) Business Wing. Moreover, IFE was established in 1988 by many of the people involved in running the Mosque. The Mosque benefits from extensive voluntary support from IFE; our open relationship is based on a shared commitment to make a positive contribution to the whole community.

Does ELM take part in local or national politics?

The Mosque encourages the congregation to engage in the democratic process, particularly voting during elections, without ever suggesting who to vote for; no organisation or person is allowed to canvass for political parties or candidates in ELM or LMC. The Mosque is scrupulous in remaining politically neutral.

Does the ELM host 'extremists'?

ELM tries to ensure that those who use its facilities, including for speaking engagements, reflect the values of moderation and tolerance the Mosque holds and adheres to. A huge number of speakers, and of the widest diversity, have spoken at the Centre, including (in the last year or so alone), the Lord Chief Justice, Lord Philips, the former Bishop of Jerusalem, Riah Abu El-Assal and the Mayor of London, Boris Johnson. On the rare occasion it may be that someone, speaking at an event for which a hall has been hired for example, says something the Mosque neither agrees with nor approves of. It would be very misleading to characterise the Mosque on the basis of these few exceptions, rather the norm of the great diversity of the speakers who maintain the highest standards the Mosque aspires to.

Did ELM host Anwar al-Awlaki knowing he is an extremist?

One of the most defamatory and misleading parts of the programme concerns Anwar al-Awlaki. A video of al-Awlaki was shown by an external hirer on 1 January 2009 in which he talked about the belief in life after death. Nothing controversial or extreme was said in the video. This was months before his remarks about Major Nidal Hasan or reported links with the attempted plane bomber, Abdulmutallab. To make it absolutely clear, there was no credible evidence at the time of the event that al-Awlaki might be an extremist.

Secret filming

Despite many months, if not years, of secret filming, not a single controversial statement was recorded from the Mosque itself. Nevertheless, at least two 'background' clips used in the broadcast were from inside the Mosque itself, including a short sequence from the women's prayer area. This was a deeply insensitive and unwarranted intrusion, and many worshippers are rightly outraged.

The East London Mosque

চ্যানেল ফোর-এ ডেসপাচেস-এর মিথ্যাচার

ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার চ্যানেল ফোরে প্রচারিত সাংবাদিক এন্ড্রোগিলিগান এর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যেভরা প্রোগ্রাম ডেসপাচেস এর ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিশেষ করে একতরফা ভাবে মন্তব্য প্রদানকারিদের সিলেক্ট করার মাধ্যমে দায়িত্বহীনতা ও অসততার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রোগ্রামটির মাধ্যমে মুসলিম কমিউনিটিকে অসম্মান করা হয়েছে।

মসজিদ কি ১০ মিলিয়ন পাউন্ড সরকারী ফান্ডিং পেয়েছে? কাউন্সিলকে প্রভাবিত করছে?

না। মূলত এলএমসি নির্মানের ৮০ভাগ অর্থ এসেছে মুসলিম কমিউনিটি থেকে। কমিউনিটির সাধারন মানুষ,বিশিষ্টদাতা ও মসজিদ ট্রাস্ট্রের নিজস্ব সম্পদ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কার্যক্রম চলেছে। এর হিসেব যথাযথ ভাবে দেয়া আছে চ্যারিটি কমিশনের কাছে। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে মুসলিম কমিউনিটিও ট্যাক্স পেয়ারর্স এবং ট্যাক্স পেয়ারের অর্থ মুসলিম প্রতিষ্ঠানেরও পাওয়ার হক রয়েছে। অন্যদিকে চ্যানেল ফোর-এ কাউন্সিল থেকে ফান্ডিং পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরো বিপরিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সত্যকথা হলো; ২০০৩-৪সালে এলএমসি-এর বিজনেস উইং নির্মানের জন্য কাউন্সিল তথা কাউন্সিলের আগের লিডারের সহযোগিতায় ২.৪ মিলিয়ন পাউন্ড পাবলিক ফান্ডিং পাওয়াগিয়েছিলো। এর মধ্যে সরাসরি কাউন্সিল থেকে ছিলো ৭শ হাজার পাউন্ড। বর্তমান লিডারশীপের কিছু বিরোধীপক্ষ ডেসপাচেস রিপোর্টারকে ব্রিফিং দিচ্ছেন যে-ইস্ট লন্ডন মসজিদ কাউন্সিলকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু বর্তমানে মসজিদের ৯মিলিয়ন পাউন্ড বাজেটের নতুন প্রজেক্টের জন্য কোনো মেইনস্ট্রিম মানি পাওয়া যায়নি। নির্মিয়মান ভবনের জন্য যেখানে একটি পেনিও মিলেনি সেখানে বলা হচ্ছে কাউন্সিল থেকে মসজিদ এবং এর সহযোগি প্রতিষ্টানকে ১০মিলিয়ন পাউন্ড পাবলিক ফান্ড দেয়া হয়েছে। এই তথ্যটি পুরোপুরি হাস্যকর। প্রমানহীন এরকম আরো নানা তথ্যের মধ্যে এটি হচ্ছে ডেসপাচেসের একটি প্রধানতম দুর্বলতা। টাওয়ারহেমেলট কাউন্সিলও একটি বিবৃতি ইস্যু করে বলেছে,কাউন্সিল ইস্ট লন্ডন মসজিদ কে ১০মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ডিং করেনি। চ্যানেল ফোরের প্রোগ্রামে বলা হয়েছে,ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রিভেন্টিং ভায়োল্যান্ট এক্সট্রিমিজ (পিভিই)নামের প্রজেক্ট থেকে আরো প্রায় ৩৩০হাজার পাউন্ড ফান্ডিং পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দু বছরের দুটি কিস্তিতে পেয়েছে মাত্র প্রায় ৪০হাজার পাউন্ড। তাও এটা বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়কারী সংস্থা টাওয়াহেমলেটস ইন্টারফেইথ ফোরামের সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিকে পাওয়াগেছে। এই অর্থ কাজেও লাগানো হয়েছে যথার্থ ভাবে।

মসজিদের সাথে আইএফই-এর সম্পর্ক আছে কি?

হ্যা। অবশ্যই ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাথে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ(আইএফই)এর সম্পর্ক রয়েছে।এটা কমিউনিটির জানা বিষয়-এ কারনে নয় যে আইএফই-এর হেড অফিস রয়েছে এলএমসি-এর বিজনেস উইং-এ;মূলত ১৯৮৮ সালে আইএফই প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদ পরিচালনায় যুক্ত বহুজনের মাধ্যমে। মসজিদ সমবসময়ই দারুনভাবে উপকৃত হচ্ছে আইএফই-এর সদস্যদের ভলেন্টারী ওয়ার্কের মাধ্যমে। এছাড়া মসজিদের সাথে খোলামেলা যে সম্পর্ক রয়েছে সেটির লক্ষ্য হচ্ছে-দু পক্ষ মিলে পুরো কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।এছাড়া আইএফই কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়াই একটি মেইনস্ট্রিম ইসলামি সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ কি স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়?

মসজিদ গনতান্ত্রিক প্রসেসে যুক্ত হতে সকলকে আগ্রহী করার প্রয়াস চালায় এবং এটা করা হয় নির্বাচনী সময়ে ভোট প্রদানে আগ্রহী করার মাধ্যমে। তবে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে ভোট প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়না। মসজিদ রাজনীতি থেকে দুরে থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীকে এলএমসিতে এসে মতবিনিময় করার সুযোগ দেয়া হয়।

এলএমসি কি উগ্রপন্থিদের আমন্ত্রন জানায়?

ইস্ট লন্ডন মসজিদ বা এলএমসি-এর ফেসেলিটি ভাড়া দেয়া কিংবা মসজিদে কোনো স্পিকারকে আমন্ত্রন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের গ্রহনযোগ্যতা এবং মডারেট অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়। মসজিদ সব সময় শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। মসজিদ ও এলএমসিতে বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিভিন্ন জাতি-সংস্কৃতির স্পিকার ও বিশিষ্টজন বক্তৃতা করেছেন। গত বছর এবং তার কিছু আগে এখানে এসেছেন এবং বক্তৃতা করেছেন চীফ জাস্টিস অব ইংলেন্ড এন্ড ওয়েলস লর্ড ফিলিপ, জেরুজালেমের সাবেক বিশপ রাই আবু আল আসল, মেয়র অব লন্ডন বরিস জনসন, সাবেক মেয়র ক্যানলিভিংস্টন, প্রিন্স চালস,ক্বাবার ইমাম আবদুর রহমান আস সোদাইছ, ক্বাবার ইমাম আবদুস সালেম আল খিলবানী এবং মালোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীসহ বহুজন। এছাড়া যারা হল ভাড়া নিয়ে নানা ইভেন্টের আয়োজন করেন-বক্তৃতা করেন, তাদের সবকিছুতে, বিশেষ করে তাদের কোনো উগ্র বক্তব্যের সাথে মসজিদ একমত নয় এবং সবকিছুর অনুমোদনও করেনা। কিন্তু এমন সামান্য কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়কে তুলে ধরে পুরো মসজিদ ও এলএমসির সকল ভালো কাজকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মসজিদে আগত সেরা সেরা ব্যক্তিত্ব ও স্কলার এবং বক্তাকে অসম্মানিত করা হয়েছে।

আনোয়ার আল আওলাকীর উগ্রবাদী হিসেবে চিনহিত হওয়া এবং...

ডেসপাচেস-এ আনোয়ার আল আওলাকির ব্যাপারে একটি বড় ধরনের অনৈতিক এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেয়া হয়েছে । জানুয়ারী ২০০৯ সালে এলএমসিতে এই স্পিকারের আখেরাতের উপর একটি বক্তৃতার ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।এই প্রোগ্রামে কোনো ধরনের উগ্রবাদ ছিলো না এবং ভিডিওতেও কোনো কিছু আপত্তিকর ছিলো না। এই ইভেন্টের কয়েকমাস পর থেকে প্রচারনায় বলা হচ্ছে,সন্ত্রাসের পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিনহিত মেজর নাদেল হাসানের সাথে আনোয়ার আল আওলাকির সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এলএমসিতে আনোয়ার আল আওলাকির ঐ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় কোনো প্রমান ছিলোনা যে তিনি হয়তো একজন উগ্রবাদী হতে পারেন।

সেক্রেট ফিল্মিং!!

প্রোগ্রাম সূত্রে জানা গেছে কয়েকমাস আগ থেকেই মসজিদ এবং এলএমসিতে সেক্রেট ফিল্মিং করা হচ্ছে। কিন্তু মসজিদের নিজস্ব অবস্থান থেকে একটিও বিতর্কিত বক্তব্য রেকর্ড করতে পারেনি ডেসপাচেস। যদিও মসজিদের ভেতরের অন্তত দুটি সেক্রেট ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে মহিলাদের নামাজের হলও রয়েছে। এটা করা হয়েছে অনেকটা অপ্রয়োজনে। যদিও এতে মহিলাদের দেখানো হয়নি,তবে এভাবে ফুটেজ রেকর্ড করার বিষয়টি ধর্মপ্রান মহিলাদের মনে আঘাত দিয়েছে।

ইষ্ট লন্ডন মস্ক